পূর্ব দিগন্তে

(প্রথম পর্ব)

– *আর্য্যভট্য*

ডিসেম্বর, ২০০৪
আনাহেম, ক্যালিফর্নিয়া

[মুখবন্ধ: এই গল্পের সময়কাল - খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর। স্থান- হিন্দুকুশের দক্ষিনে। গল্পের সমস্ত কল্পনা ঋকবেদ ভিত্তিক। প্রফেসর গ্রিফিথের, ঋকবেদের অনুবাদ (Hymns of RG Veda) অবলম্বনে এই গ ল্প । গল্পে ব্যবহৃত ঋকবেদের স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ, প্রফেসর লুড ভিগ, প্রফে স র উইলসনের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে আমার ভাবানুবাদ । কোনো বাংলা ঋক বেদের অনুবাদে এই স্তোত্রগুলি এভাবে পাওয়া যাবে না ।]

ঘোড়াটা এক লাফে পাহারের খাদে দাঁড়াতেই, হাজার হাত নীচে কুন্ডলীকৃত টাটকা ধোঁয়া। দুই পাহাড়ের গিরিপথে, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নদীতটে গুল্ম শ্রেণীর বৃক্ষের সাথে চারণ ভূমির সমাহার। তার মধ্যে থেকেই উঠছে। বৃহবাহু মৃদু আনন্দিত । দুমাস ধরে তাদের দলটি নদীর তটভূমি বরাবর পূর্বাভিমূখী। অনার্য্য দাসেদের ছিটে ফোটা দেখা নেই শেষ দু'মাস ।

ঘোড়া বেঁধে, ধোঁয়া অভিমুখে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে বৃহ । দুমাস আগের দাস ভূমি-লুন্ঠনে খুব বেশী লাভ হয়নি তার । বেশ কিছু দাস মেরে, গোটা দুয়েক অনার্য্য বৌ কে ধরে নিয়ে গেছে অবশ্য। তবে নামেমাত্র সোনা পাওয়া গেছে কীরাটদের কাছ থেকে। ভাগ-বাঁটোয়ারা শেষে পড়ে রয়েছে মোটে একটামাত্র দাসী। অপেক্ষাকৃত তরুনী দোহাতিটাকেই সে রেখেছে । এমনিতে দাস-মেয়ে গুলো কালো আর মোটা। তবে স্তনযুগল যেন নিটোল তরমুজ। বৃহ আর তার আর্য্য ভার্যা পৌলমী দুজনেই খুশী এই মেয়েটিকে নিয়ে।

তাদের গৃহে এ মেয়েটি প ঞ্চম দাসী । এটির নাম দেওয়া হয়েছে 'জুহু' । পঞ্চাশোর্দ্ধ বৃহ এই তরুনী দাসীটির সাথে বেশ কয়েক বার সঙ্গামে লিপ্ত হয়েছে, কিন্ত বোধ হচ্ছে এ মেয়েটি সঙ্গামে কেমন যেন উদাসীন । হয়ত স্বামী-পিতা হত্যার ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি এখনো । স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে তবে বৃহের ধারণা গর্ভে আর্য্যপুত্র ধারণ করা শুরু করলেই বাকি দাসীদের মতন এরো উদাসীনতা কেটে যাবে। তারপর রোজ স্তোত্র পাঠের দাওয়াইতো রয়েইছেই :

> *'হে অগ্নি, আমার স্বামী আরো বেশী গাভী এবং স্ত্রীধন লাভ ক রু ন।*
> *তিনি আরো বেশী স ন্তানের পিতা হৌন ।।'*

বৃহ জানে পৌলমীর সাথে সঙ্গামে নতুন দাসীটি মানে জুহু বরং অনেক স্বাভাবিক । জুহুর নব্য মুখ-মৈথুন কৌশলে পৌলমী আপ্লুত । তার বাকি দাসীদের সবার এক বা একাধিক আর্য্য স ন্তান । জুহু যতদিন না পর্যন্ত, বৃহর সন্তান ধারণ না করছে, ততদিন পর্যন্ত সে শুধুই এক অনার্য্য দাশী । পুত্র ধারণ না করা পর্যন্ত সে আর্য্যসমাজ বা দাসী সমাজ উভয়ের কাছেই ব্রাত্য ।

বৃহ কয়েক'শ হাত দূর থেকে কালো কালো দাসেদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে । তার চোখ নিবিষ্ট মনে এক অনার্য রমণীর গতিবিধি লক্ষ্য করছে । মধ্যাহ্নের সূর্যে, পীতাভ স্বর্ণ অলংকারে এই রমণী কেশ চর্চা করছেন। সম্ভবত, দলপতিনী । এই দাসেরা মাতৃকেন্দ্রিক। আধিকাংশ দাস রমণীর মতো, এদেরো উর্দ্ধাংগ অনাবৃত। রমণীর কাঠের কুটীরটি সে চিনে রাখল ভালো করে । নারী আর স্বর্ণ । দেবাদিদেব ইন্দ্র কে এই জন্যেই না এত পুজো করে আর্য পুরুষ । এই অনার্য্য নারী আর তার স্বর্ন কামনায়, বৃহ আরেক বার স্মরণ করে ইন্দ্র কে :

'এ ই যুদ্ধ ক্ষুদার্ত আর্য্য,
আর তার এই অপরাযেয় অশ্ব,
উভয় কে শক্তি আর সাহস দাও,
হে ইন্দ্র, পরম মিত্র ইন্দ্র ।।

হে ইন্দ্র তুমি ই সেই দেবতা,
যিনি আমাদের আকাঙ্খীত নারী কামনা পূর্ণ করেন,
তোমার কৃপা অসীম ও অবর্থ্য ভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হয় ,
যেমন করে, ঝর্ণার জল, ক লসী পাত্র পূর্ণ করে ।।'

দুয়েকটি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা পুরুষমানুষও চোখে পড়ল। দাস পুরুষদের গায়ের জোর বেশী। কিন্তু তাদের না আছে ঘোড়া, না আছে লোহার অস্ত্র। আছে কিছু তামার তীর ধনুক আর বর্শা । ওগুলো স্রেফ শিকার করতে কাজে লাগে; যুদ্ধে কাজে আসে না ।

অনতিদূরে, পাথরের ঢিপির উপর, ফুলের মালায় ঢাকা পুরুষাঙ্গা সাদৃশ এক শীলা। এই অনার্য্য দেবতাটির সাথে অপরিচিত নয় বৃহ । তার নিজের দাশী গৃহেও অধিষ্ঠিত এই শিব-লিংগ । বৃহৎ পুরুষাংগ আর সন্তানাদির জন্য আনার্য্য নারীর, ইনিই হচ্ছেন কামনার দেবতা। আপত্তি করেনা আর্য্য পুরুষ রা। অনার্য্য নারীদের যদি আর্য্য স ন্তান কামনায় মতি থাকে ক্ষতি কি বাপু !

সন্তানের বিস্তারের জন্যই না সমাজ ! তবে আর্য্য পরুষের স্তোত্রে শিবের স্থান হয়নি এখনো । মেয়েলী দেবতা আর কি !

আরো দূরে এক বৃহৎ শীলাখন্ডের উপর বিশেষ ভংগিমায় স্থিরমতি এক দাসপুরুষ । দাসী উপপত্নীদের কাছ থেকে বৃহ জানে, এই বিশেষ ভঙ্গিমাকে ব লে 'যোগ'। এরা অনার্য্য ঋষি । মনে মনে হাসলো বৃহ । আর্য্য ঋষি মানে ভোগ, ভোগ আরো ভোগ। আরো নারী, আরো সোনা, আরো বৈভ ব,আরো সুরা । আর এই অনার্য-দাস ঋষিরা বলে কিনা, ত্যাগ, ত্যাগ আর ত্যাগ । এ আবার কেম নতরো ঈশ্বর সাধনা রে বাবা। আর্য্যরা ঈশ্বর সাধনা করে, আরো বেশি পুত্র, আরো বেশি নারী আর আরো বেশি স্বর্ন পাওয়ার লোভে ।

অলংকার শোভিত, উর্ধাংগ নিরাবৃত সেই অনার্য্য রমণী বৃহর আরো নীকটবর্ত্তী এখন । এই মেয়েটি গড়পরতা অন্য দাসীদের চেয়ে দেখতে ভাল । নিতম্বের গঠন সুঠাম । বাকী দাসী-রমনীদের চেয়ে একটু বেশি লম্বা । তবে বৃহর চোখ স্বর্নালংকারে । আর্য্যদের মধ্যে এমন কোনো শিল্পী নেই, যে এত ভালো

গহনা বানাতে পারে । দাসেরা তাদের থেকে ভালো বাড়ী বানায়, ভালো পোশাক পড়ে, কিন্তু যুদ্ধটাই তো শেখেনি! মনে মনে হাসল বৃহ । তার মন এখন অলংকারী এই নারীর সম্ভোগ কল্পনায় । মনে মনে স্তোত্র পাঠ করে :

‘ হে ব্যাসদেব,
এই অসভ্য দাসেদের মধ্যেও,
এই স্বর্নশোভিত রাণী ,
যেন আমারি সম্ভোগ প্রতৃক্ষায়,
তীব্র কামনায়, আপেক্ষা করে ।।’

এখন অপরাহ্ন। এখুনি না ফিরলে পথ হারাতে হতে পারে । আর্য্য পূরুষদের, এই নতুন আবিষ্কারটি এখুনি খবর দিতে হবে । কাল বিকেলেই শুরু হবে আক্রমণ । তাই আজ হবে ইন্দ্র যজ্ঞ ।

চলবে